www.jago24.in | দ্বিতীয় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২৪, পৌষ - মাঘ ১৪৩০ | www.jago24.in

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী পালন পৌরপিতার

গত ১২ই জানুয়ারি কেষ্টপুরের মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি স্থাপন করলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। মূর্তি উদ্বোধন করলেন আমাদের প্রিয় জননেতা শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী পার্থ সরকার এবং শ্রী বিশ্বম্ভর বসু সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।সাথে ওয়ার্ড অফিসের সামনে ২৪ নং ওয়ার্ডের ২৪ ঘন্টা পরিষেবার কনজারভেন্সী বিভাগের পৌর সৈনিকদের হাতে উপহার স্বরূপ শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দিলেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এবং আমাদের প্রিয় মানুষ শ্রী অরুন সেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রকল্পের সূচনায় পৌরপিতা

গত ১২ জানুয়ারি পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুভসূচনা করলেন আরও একটি বৃহৎ জনহিতকর প্রকল্পের। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রকল্প। এই প্রকল্পের দ্বারা অসহায় মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিষেবা প্রদান করা হবে। উক্ত প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করলেন আমাদের কাছের মানুষ, প্রিয় জননেতা শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন শ্রী পার্থ সরকার সহ এলাকার এলাকার প্রখ্যাত চিকিৎসকগন। শুধুমাত্র ২৪ নং ওয়ার্ডের মানুষজনই এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত হতে পারবেন।

মন্দির পর্যবেক্ষনে পৌরপিতা

পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেষ্টপুর পঞ্চায়েত গলিতে যে প্রাচীন শীতলা মন্দির নির্মাণের ভিত পুজো সম্পূর্ণ হয়েছিল, তার কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই মন্দিরের কাজ সম্পন্ন হয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মোচিত হবে। এই মন্দিরের কাজে সামগ্রিকভাবে, প্রতিনিয়ত, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিদর্শন করছেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি। উক্ত অঞ্চলের মানুষদের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা এবং চাহিদা ছিল যে, এই মন্দির নির্মাণ হোক। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী সেই সকল মানুষদের চাহিদা এবং ইচ্ছা পূরণ অনুযায়ী এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং রক্তদান শিবিরে পৌরপিতা

গত ১১ই জানুয়ারী থেকে ১৩ই জানুয়ারী অবধি রবীন্দ্রপল্লী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব আয়োজন করেছিলেন তাঁদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। উক্ত সামগ্রিক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণও করেন পৌরপিতা। তিনি উপস্থিত থেকে সকল প্রতিযোগিদের উৎসাহ প্রদান করেন। সাথে ওই ক্লাবের ক্রীড়া সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও প্রকাশ করেন।

সম্পাদকীয় কলমে

২৪ তুমি কার??

২৪শের উত্তর-: মানবতার প্রতীক, রুপকার মণীষ মুখার্জী ছাড়া কার আবার? আমি তো শুধুই তাঁর।।।

উপরোক্ত প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই পেয়ে যাবেন সবাই কিছুটা পড়লে।উন্নয়ন,নতুন সৃষ্টি,ভাবনা এবং সুখেদুখে,ঝড়ঝাপ্টায় যাঁকে ২৪ ঘন্টা ২৪শেই পাওয়া যাবে তাঁকেই তো মানুষ গ্রহন করবে আগামী দিনে। সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল সমাজ এবং এলাকাকে সামগ্রিক সুন্দর তৈরী করার জন্যে সবাইকেই আমন্ত্রন জানাচ্ছি।মণীষের স্বপ্নকে সাকার করতেই হবে।এটাই পণ আমাদের সকলের। মানুষ কাজ দেখতে চায়,হিংসামুক্ত সমাজ দেখতে চায়,সম্প্রীতির বাংলা দেখতে চায় পরিশেষে ২৪শের মানুষ ১০০ শতাংশ উন্নয়ন দেখতে চায়। সেটা একমাত্র আসবে মণীষ মুখার্জী নামক এক স্থপতিকারের হাত ধরে।। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে আমন্ত্রন থাকলো এক সুন্দর এলাকা গঠন করতে। মণীষকে সহযোগিতা করতে।

পর পর দুটি অগ্নিকান্ড আমাদের ২৪শে। তবে সিংহবিক্রমে লড়াই করেছে মনীষ। নিজের হাতে জলের পাইপ নিয়ে আগুন নেভাতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সাংগঠনিক সদস্যদের নিয়ে এক অসমযুদ্ধ আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছে। যুদ্ধ শেষে জয়ের মালা মনীষের গলাতেই এসেছে।দুজন মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে মনীষের এই জীবন বিপন্ন লড়াই সদাসর্বদা মনে রাখবেন আপামর মানুষ। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কোনও রাজনৈতিক নেতাদের এই রকম সবার আগে থেকে নিজে হাতে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অন্ততঃ দেখিনি। দমকল বাহিনী আসতে একটু বিলম্ব অবশ্যই হয়েছে কিন্তু তাঁরা আসার আগেই মনীষ আগুনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। প্রশাসনও যথেষ্ঠ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। একের পর এক দুর্ঘটনার সাথে লড়াই করে যাচ্ছে মনীষ। ঈশ্বর মনীষকে মানসিক শক্তি প্রদান করুন এই কামনা বন্ধু হিসাবে আমি করি। ইতিহাস বলে যুবক সিদ্ধার্থ যখন গৌতম বুদ্ধ রূপে কপিলাবস্তু রাজ্যে এসেছিলেন তখন রাজা শুদ্ধোধন পিতারূপে বয়সে ছোট গৌতম বুদ্ধের পা'য়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। কারন জীবন্ত ঈশ্বরকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের মধ্যে। ঠিক সেই রকমই আজ আমার জীবনে এমন এক ঘটনা চাক্ষুস দর্শন করলাম সেটা না যদি বলি তাহলে প্রসার নামক শব্দকে ছোট করা হবে।ছোট করা হবে মানবিকতা নামক সবথেকে শ্রদ্ধা শব্দকেও। ওঁর অসম্ভব পরিশ্রম এবং মানবিকতার রূপকে কাছ থেকে দেখছি।কিন্তু আজ যা দেখলাম তা ভাষাতে ব্যক্ত করা যাবে না। ভয়ঙ্কর অগ্নিকান্ডে আহত এলাকার প্রতিটি বাড়িতেই মনীষ যাচ্ছে। এঁর সাথে গুরুতর আহত সকলের জন্যে অত্যাধুনিক হাসপাতালের চিকিৎসার খরচ, প্রাথমিকভাবে আহতদের চিকিৎসা এবং ওষুধ কেনার অর্থব্যয় তো করেই যাচ্ছে মনীষ। অথচ এই দুর্ঘটনা একটি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীকের দোকানে ঘটেছে। এর মধ্যে কোনও সরকারী দায়বদ্ধতার লেশমাত্র নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন পৌরপিতার দায়িত্বের একটা সীমা অবধি পরিসর থাকে জানি। অনেক নেতারা এই সীমার মধ্যেই কাজ করে থাকেন দেখেছি। কিন্তু মনীষ তাঁর সব সরকারী পরিচয় ভুলে গিয়ে একজন মানবিক সাধারন মানুষ হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আহতদের এবং তাঁদের সমগ্র পরিবারের পাশে থাকার জন্যে। মানুষের রূপে জীবন্ত এক ঈশ্বরের রূপ ওঁর মধ্যে দেখতে পেলাম আমি। আমরা মন্দিরে যাই ঈশ্বর দর্শনে,দুর্গম পথ পেরিয়ে যাই ঈশ্বরকে দর্শন করতে। অথচ দেখুন মানুষের মধ্যেই তিনি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করছেন। আমরা এই ব্যাপারটা মাথাতে বা চিন্তাতেই আনিনা। প্রসার হোক মানবিকতার।প্রসার হোক মনীষের মতো মানবিক সমাজসেবকের, প্রসার হোক জীবন্ত ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই বিরাজমান এই কথাটির।

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

"ভুলবো না কোনদিন সেই অগ্নিগর্ভ মেঘের লেলিহান ঢেউ"

২১ শে ডিসেম্বর... সময় দুপুর বারোটা দশ কি পনেরো। আমরা ওয়ার্ড অফিসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছি এমন সময় একটা খবর এলো রবীন্দ্রপল্লী বাজারে আগুন লেগেছে। সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও দৌড়ালাম। দেখলাম একটা পরোটার দোকান যেটা শার্টার বন্ধ করা তার ভেতরে আগুন লেগেছে এবং আশেপাশের কিছু মানুষ সেই সার্টার ভেঙে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। দোকানটার সামনেই বিশাল চওড়া কেষ্টপুর রাস্তা যেখান দিয়ে সারাদিন রাত অজস্র গাড়ি ঘোড়া চলছে। ফায়ার ব্রিগেডে অলরেডি ফোন করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছিলাম সাধারণ মানুষকে ওই রাস্তাটায় না আসতে দিয়ে যদি রাস্তাটা ব্লক করে দেওয়া যায় তাহলে ফায়ার ব্রিগেড আশা অবধি আমরা সাধারন মানুষকে বাঁচাতে পারবে। তারপর তারা এসে যা ব্যবস্থা করার করবে। ঠিক এইরকম একটা সময় আমি হঠাৎ টের পেলাম সবুজ এবং হলুদ মেশানো একটা ঢেউয়ের মেঘ যে ঢেউয়ের মেঘটা আমার পুরো মাথা থেকে পা অব্দি লেলিহান অগ্নি শিখায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে আমার মত আরও অনেকেই বাঁচাও বাঁচাও করে যে যেদিকে পারলো দৌড়তে শুরু করল এবং আমি তারপরে সিলিন্ডার ফাটার শব্দ পেলাম। জীবনে এই ঘটনার মুহূর্তগুলো ভুলতে পারবো না আমি তখন কলামন্দিরের দিকে দৌড়াচ্ছি আর প্রাণপণে নিজের গায়ের জামা কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। তারপর দেখলাম গায়ে আর কোন আগুন নেই পেছন দিকে আবার ফিরে এলাম । আমাদের যাদের গায়ে আগুন লেগেছিল সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে রিকশা করে স্থানীয় হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মনীষদাদা খানিকক্ষণের মধ্যেই সেখানে চলে এলেন। এখন আমরা সুস্থ হওয়ার পথে। জানিনা কতদিন লাগবে সুস্থ হতে আমি নিজে এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রতিটি মানুষের পরিবারের প্রতিটি লোকের সংসার খরচ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন মনীষ মুখার্জী। এই মানুষটিকে দেখেই তাই মনে হয় তুমি আছো বলেই সব সময় যেকোন বিপদে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারি। হে ভগবান মনীষ মুখার্জী। তোমার মত মানুষের স্নেহ ভালোবাসা যেন আমরা সারা জীবন পাই।

সুদীপ্ত সেন

অগ্নিকান্ডে নিহতদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

জয় সাহা
রবীন্দ্রপল্লী

সুরজিৎ বসাক
হানাপাড়া

পৌরপিতা
শ্রী মনীষ মুখার্জীর
"আমার কথা"
"মহান দুই গুরুশিষ্য কথা"

গত ১২ই জানুয়ারী ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মদিবস।স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হই আমরা সবাই, সাথে আমিও। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেষ্টপুর মোড়ে আমি একটি স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করলাম। কিন্তু স্বামীজিকে জানতে গেলে আরো একজনকে জানতে হবে। তার নাম ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

আজ আমার লেখায় সেই মহান দুই গুরু শিষ্যের কথা "আমার কথা" -তে উল্লেখ করলাম। ঠাকুর যে মত, যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন সেই পথেই হেঁটেই স্বামীজি, নরেন থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তৈরী হয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মতে প্রত্যেক মানুষই হলো শক্তির আধার, তিনি প্রত্যেক মানুষকে সমাজের সমান মর্যাদা দান এর কথা বলেন। সেইসঙ্গে জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতাও করেন। তার ধর্মের মূল কথা ছিল সর্বধর্ম সমন্বয় সাধন। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বশ্রোতা, ভেদাভেদ ও ভোগবাদের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি যত মত তত পথ এর আদর্শ প্রচার করে বলেন সাধনার সত্য ও সঠিক উদাহরণ দিয়ে বলেন,ছাদে নানা উপায়ে ওঠা যায় পাকা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁকা আবার কখনো দড়ি দিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনুরূপ। তাই বৈষ্ণব শক্তি, হিন্দু ও মুসলিম ও খ্রিস্টান প্রভৃতি সব ধর্মের সাধনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর মাত্র সাত বছর যেতে না যেতেই স্বামীজি যখন জগৎ আচার্য হয়ে আমেরিকা তারপর ইংল্যান্ড তোলপাড় করছেন এবং পরবর্তীকালে ভারতে এসে এই অতিকায় ঘুমন্ত জলজন্তুটিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছেন বক্তৃতায়, গল্পে, হাস্য পরিহাসে, কথকতায় তখন তাঁর নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ছিল। কারণ স্বামীজি বলতেন, শিক্ষক যত বড় বিদ্বান, পণ্ডিত হোক না কেন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হলে তাঁকে ছাত্রের মনের সমান্তরালে নেমে আসতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁর সম্বন্ধে স্বামীজি শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, "সারা জীবনপাতি সাধনা করেও বুঝতে পারলাম না শ্রীরামকৃষ্ণ কি বস্তু!" "হায়! কেউ জানল না শ্রীরামকৃষ্ণ নাম ধরে পৃথিবীতে কে এসেছিলেন!" সেই শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দেবার সময় গানে, গল্পে, কৌতুকে, অভিনয়ে, কথকতায় ছেলে থেকে বুড়ো, মূর্খ থেকে পণ্ডিত সকলের সমপর্যায়ে নেমে এসে তবে শিক্ষা দিতেন । আর এমন অন্তঃসলিলা, আনন্দময় তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি যে আপনিই তাঁর ছাত্ররা সমৃদ্ধ ও স্নাত হয়ে যেত। তাঁরা বুঝতেই পারত না কীভাবে কখন তাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাদান পদ্ধতির দুটি বিশেষ দিক— অধিকারিভেদ এবং প্রকৃতি বা রুচিভেদ। "কি জানো রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়। তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছ ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না। তাই কারও কারও জন্য মাছের ঝোল করেছেন তারা পেট রোগা। আবার কারও সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা -আবার অধিকারিভেদ।" এখানে মূলত মনুষ্য প্রকৃতি বা রুচিভেদের কথা বলেছেন। আবার অধিকারীভেদের কথাও বলেছেন, "সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন।" আবার অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "সবাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের মধ্য থেকেই উদাহরণ দিয়েছেন নিরাকার ও সাকারবাদী উপাসকের। শ্রীরামকৃষ্ণ "আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার, চুনি আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। বেড়ার আর একধারে টকটকে লাল সুরকির কাঁড়ির মতো জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র সমাধিস্থ । "ধ্যানস্থ দেখে বললুম, ও নরেন্দ্র! একটু চোখ চাইলে বুঝলুম, ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললাম, 'মা, ওকে মায়ায় বদ্ধ কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।' কেদার সাকারবাদী, উঁকি মেরে দেখে শিউরে উঠে পালাল।"স্বামী বিবেকানন্দ, আধুনিক ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক নেতা এবং চিন্তাবিদদের অনেকগুলি আদর্শ ছিল যা তিনি দেখেছিলেন এবং অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। যাইহোক, একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর উপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন এবং যাকে তিনি তাঁর আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন তিনি হলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন 19 শতকের একজন ভারতীয় রহস্যবাদী এবং আধ্যাত্মিক নেতা যিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 1881 সালে শ্রী রামকৃষ্ণের সাথে প্রথম দেখা করেছিলেন যখন তিনি একজন যুবক ছিলেন যখন তিনি আধ্যাত্মিক নির্দেশনা খুঁজছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর গুরু বা আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই দর্শন ও উক্তির ভাব সম্প্রসারণের দরকার নেই। শুধু বলা যায় নরেন্দ্রনাথের আধার ও অধিকার আলাদা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের বিভিন্ন আঁধার সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়েছেন, "মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বোঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে?"

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, ভক্তি এবং নিঃশর্ত ভালবাসা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রী রামকৃষ্ণের শিক্ষা সকল ধর্মের ঐক্য এবং অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে ঐশ্বরিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিল । তাঁর শিক্ষাগুলি স্বামী বিবেকানন্দের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যিনি তাঁর সবচেয়ে একনিষ্ঠ শিষ্য হয়েছিলেন। 1886 সালে শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর শিক্ষা ও আদর্শকে বহন করার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সারাজীবন শ্রীরামকৃষ্ণের সার্বজনীন প্রেম এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের বার্তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে কাটিয়েছেন। ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ তার ধর্মীয় চিন্তাধারাকে পাশ্চাত্যের জনসমক্ষে উপনীত করেন। বিবেকানন্দ যে বিশ্বমানবতাবাদের বার্তা প্রেরণ করে তা সর্বত্র সমাদৃত হয় এবং তিনিও সকল সমাজের সমর্থন অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু দর্শনের সার্বজনীন সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এরপর প্রতিষ্ঠা করেন বেদান্ত সোসাইটি এবং ভারতে রামকৃষ্ণের ধর্মীয় সমন্বয়বাদ ও "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র আদর্শ বাস্তবায়িত করার জন্য স্থাপনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা। রামকৃষ্ণ আন্দোলন ভারতের অন্যতম নবজাগরণ আন্দোলনরূপে বিবেচিত হয়।

আমি নিজের ভাবনার কিছু কথা মহান দুই গুরুশিষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখলাম। পাঠকদের যদি ভালো লাগে লেখাটি তাহলে সত্যি খুশি হবো এই ভেবে যে, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের যে পথ স্বামীজি দেখিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথে আমি নিজে গিয়ে সাথে বহু মানুষজনদের কাছে অন্ততঃ তার প্রসার করে গেলাম।

Biraj Bala
Class - p,p

Aradhya mistry
Class - kg2

উন্নয়ন কর্মের খতিয়ান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ওয়ার্ডে মশার ওষুধ স্প্রে

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ২৪ নম্বর ওয়ার্ডকে, ছয় ভাগে ভাগ করে প্রতিদিন এক একটি জোনে মশার ওষুধ স্প্রে করা হয়। প্রতিনিয়ত মশার ওষুধ স্প্রে করার ফলে ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের বক্তব্য মশা প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু তাই নয় গতবারের মতো এবারেও আমরা ডেঙ্গু মুক্ত ২৪ নম্বর ওয়ার্ড গলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। সাথে জাগো ২৪ পত্রিকা পড়ুন এবং পড়ান কর্মসূচীতে আমাদের সৈনিকরা।

নতুন রাস্তা পর্যবেক্ষনে পৌরপিতা

৭নং খেয়াঘাট সংলগ্ন অঞ্চলে নতুন পাকা রাস্তা কভার ড্রেন সহ তৈরী করে দিচ্ছেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। এই রাস্তা নির্মানের ফলে উক্ত দুটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের যাতায়াত সহ উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে।সেই দুটি রাস্তার পর্যবেক্ষন করলেন পৌরপিতা নিজে।

নবরাস্তা নির্মানে এবং পর্যবেক্ষনে পৌরপিতা

নবচেতা পৌরপিতার আরও একটি নতুন রাস্তার রূপায়ন। ৮ নং অঞ্চল, স্থান - রবীন্দ্রপল্লী অগ্রবানী ক্লাবের সামনের রাস্তা। নতুন পাকা রাস্তা কভার ড্রেন সহ তৈরী করে দিচ্ছেন পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী। এই রাস্তা নির্মানের ফলে উক্ত দুটি অঞ্চলে সাধারণ মানুষদের যাতায়াত সহ উন্নত নিকাশি ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে। সেই দুটি রাস্তার পর্যবেক্ষন করলেন পৌরপিতা নিজে।

২৪শে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা

প্রতিদিন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাস্তুতম ড্রেনগুলি এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার মাধ্যমে নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখা হয় যার ফল স্বরূপ বর্ষাকালে এই ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে আর জল দাঁড়ায় না। বর্তমান সময়ে নিকাশি ব্যবস্থা এই মুহূর্তে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ নিয়েছে। অতীতের মত জল জমে থাকা বর্তমানে এই ওয়ার্ডে স্বপ্নস্বরূপ।

জাগো ২৪ এর জনসংযোগ যাত্রা

জনসাধারণের মনের কথা নিয়ে মানুষের মনের কোনে, মানুষের দুয়ারে জাগো ২৪। এবং সাধারণ মানুষের সাথে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে, এলাকার প্রতিটি মানুষের খবর নেওয়ার প্রয়াসে এবং মানুষের সাথে পৌরপিতার সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসা স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় জনসংযোগ যাত্রা।

নবরূপে নব রাস্তার রূপায়নে পৌরপিতা

নবচেতা পৌরপিতার আরও একটি নবরূপে নব রাস্তার রূপায়ন। স্থান - নোনাপুকুর সংলগ্ন রাস্তায় নিবেদিতা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের গলি। উক্ত জায়গার মানুষজনদের সুবিধার্থে এবং যেহেতু দুটি শিশুদের স্কুলও সেই জায়গায় তাই পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী নিজ উদ্যোগে এই নতুন রাস্তাটি কভার ড্রেন সহ নতুন ভাবে পাকা রাস্তায় রূপান্তরিত করলেন। এর ফলে ওই জায়গায় উন্নত নিকাশি ব্যবস্থারও সামগ্রিক উন্নয়ন হবে।

২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের ব্যবহার, যত্রতত্র বেআইনি গাড়ি পার্কিং নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং নাইট পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যাঁরা ইতিমধ্যে সেই নির্দেশ মেনেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন দোকান খুলছে। সেই দোকানগুলিতে যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকল ব্যবহৃত না হয়। আরো একটি বিশেষ ঘোষণা- যে সমস্ত ব্যবসাদার ভাই-বোনেরা ফুটপাতে বসে ব্যবসা করছেন তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করবেন না এবং রাস্তায় কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। প্রধান রাস্তার উপর কোনরকম ভ্যান দাঁড় করিয়ে ব্যবসা করবেন না। এতে মানুষজনের এবং গাড়ি চলাচলের সমস্যা হয়। যাঁদের স্থায়ী দোকান আছে তাঁদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা কেউ ফুটপাত অথবা ঢাকা নর্দমার উপরে কোনরকম ব্যবসায়িক জিনিসপত্র রাখবেন না। অন্যথায় আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব। এছাড়াও পুজা উৎসব উপলক্ষে, সমস্ত পুজা কমিটি গুলিকে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরাও যেন কোনরকম প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার না করেন। অন্যথায় আমরা কঠোর আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং জরিমানা ধার্য করতে বাধ্য হব। ওয়ার্ডের প্রতিটি শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসাদার ভাই-বোনেদের কাছে অনুরোধ- আপনারা আপনাদের আশেপাশে কাউকে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বা থার্মোকল ব্যবহার করতে দেখলে অথবা বেআইনি গাড়ি পার্কিং করতে দেখলে ৯৮৭৪৪২১৪৪১/৯৬৭৪৯৬৬২৩৯/৯৮৭৪৩৩৬০৩০ এই ফোন নম্বরে আমাদের জানান। আপনাদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সর্বোপরি অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থাকে সচল রাখতে আমাদের সহযোগিতা করুন। প্লাস্টিক এবং থার্মোকল বর্জন করুন।

মনীষ মুখার্জি, পৌরপিতা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, বিধাননগর পৌর নিগম

মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়, বিধাননগর পৌরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জি মহাশয় পৌরপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তাঁর ওয়ার্ডের যে সমস্ত দুঃস্থ মানুষ রয়েছেন, যাঁদের সংসারে কেউ নেই, যাঁদের দেখার কেউ নেই - তাঁদের জন্য রূপায়ণ করেছিলেন মা অন্নপূর্ণা প্রকল্প। সেই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসের ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে প্রায় শতাধিক দুঃস্থ মানুষের হাতে সারা মাসের রেশন তুলে দেন পৌর পিতা স্বয়ং।

অগ্নিকান্ডে রবীন্দ্রপল্লী

গত ২১শে ডিসেম্বর ২০২৩ ছিল বড়ো দুঃখের দিন ২৪নং ওয়ার্ডের। দুপুরে রবীন্দ্রপল্লী বাজার সংলগ্ন একটি খাবারের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রপল্লীতে। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী সেইদিন তাঁর বৃহৎ মনের পরিচয় পুনরায় দিয়েছিলেন। পৌরপিতা হিসাবে তাঁর দায়িত্ব যেভাবে তিনি পালন করলেন তা এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো সমগ্র অঞ্চলে। এই অগ্নিকান্ডে যাঁরা আহত হয়েছেন পৌরপিতা সাথে সাথে তাঁদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন এবং তাঁদের পরিবারের পাশে সবসময়ে থেকে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমরা দমকল মন্ত্রী শ্রী সুব্রিত বোস এবং জননেতা শ্রী দেবরাজ চক্রবর্তীকে। ওঁনারা যেভাবে আজ ২৪ নং ওয়ার্ডের সাথে এবং পৌরপিতার পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা অকল্পনীয়। দেবরাজ চক্রবর্তী পৌরপিতার সাথে আহত মানুষজনদের দেখতে হাসপাতালে দীর্ঘক্ষন ছিলেন। এইমুহূর্তে পাওয়া খবরে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী এখনো অবধি আহতদের পাশে আছেন। তাঁদের চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে সঠিক ভাবে হয়, সেই ব্যবস্থা তিনি গ্রহন করে যাচ্ছেন। সাংগঠনিক সকল সদস্য সদস্যাগনও পৌরপিতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। সাথে পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীকে বিধাননগর পৌরনিগমের MMIC শ্রীমতি আরাত্রিকা ভট্টাচার্য পাশে থাকার বার্তা দিলেন। এই মহাপিপকে পরাজিত করে ২৪ নং ওয়ার্ড এবং পৌরপিতা অবশ্যই জয়ী হবেন।এবং যে সকল মানুষজন আহত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সুস্থ হয়ে উঠবেন এই কামনা আমরা সবাই মিলে করি।

তালবাগানে অগ্নিকান্ড

গত ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৩ তালবাগান অঞ্চলে প্রগতি সংঘ ক্লাবের সংলগ্ন একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। সিংহ বিক্রমে লড়াই আগুনের সাথে পৌরপিতা করেন। উক্ত বাড়িতে মানসিক ভারসাম্যহীন দুজন মহিলা থাকতেন।তাঁদের দেখাশোনা ওই অঞ্চলের সহৃদয় কিছু মানুষজন এবং পৌরপিতা নিজেও করতেন। আগুন কিভাবে লাগলো তাঁর অনুসন্ধান প্রশাসন করছেন। সবথেকে বড় কথা পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জী আজ যে সাহসীকতার পরিচয় দিলেন তা নজির হয়ে থাকবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে। দক্ষ প্রশাসক হিসাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তিনি নিজের হাতে জলের পাইপ নিয়ে ওই আগুনে ঘেরা বাড়িটির মধ্যে প্রবেশ করে, সাংগঠনিক শক্তিকে প্রয়োগ করে যতক্ষন না দমকল বাহিনী উপস্থিত হন তিনি আগুন এবং মানুষের মধ্যে অসমযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন।এবং পরিশেষে জয় মানুষেরই হয়েছিল, পৌরপিতার নেতৃত্বে। দমকল বাহিনী আসার আগেই ১০০ শতাংশ আগুন তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু বাড়িটি গলির মধ্যে তাই কেবল টিভির তার এবং বিদ্যুৎ সংযোগ তারের সমস্যায় দমকল বাহিনীর পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছিল।তবু তাঁরা অগ্নিকান্ডের শেষ পর্যায়কে সুন্দর ভাবে শেষ করেছিলেন। পুলিশ প্রশাসনও নিজেদের কর্তব্য অতি সুন্দর ভাবে পালন করেছেন।প্রশাসনের একজন উচ্চ আধিকারিক সামান্য আহতও হয়েছিল। সবার সহযোগিতা এবং পৌরপিতার সিংহবিক্রমের লড়াইতে শেষে উদ্ধার করা হয়েছিল দুই মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাদের। পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর এই লড়াইকে আগামীদিন সদাসর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণে রাখবেন ২৪ নং ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষ সহ সমগ্র বাংলা এবং দেশ।

বড়দিনে আগামীর ডাক পৌরপিতার

কুঁড়ি থেকেই সৃষ্টি হয় সুগন্ধী ফুলের। শিশুমন হলো সেই কুঁড়ি। আগামী দিনে সেই মনই তৈরী হবে এক সুগন্ধ ফুলরূপে। কন্যার জন্মদিনে পৌরপিতা নিজের কন্যাসহ পরিবারের আরো শিশুসদস্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের মনে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করালেন মানবসেবার বীজমন্ত্র। শতরূপা পল্লীর সমগ্র শিশুদের, বড়দিন উপলক্ষে এবং নিজের কন্যার জন্মদিনের শুভেচ্ছা হেতু তাঁদের হাতে তুলে দিলেন কেক, ক্যাডবেরি চকোলেট, চিপস এবং কম্বল।

২৪ নং ওয়ার্ডে দুয়ারে সরকার

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক মানবিক উদ্যোগ দুয়ারে সরকার প্রকল্প। গত ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৩, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড অফিস পার্শ্ব ট্যাক্স অফিস প্রাঙ্গনে বিধাননগর পৌরনিগমের পরিচালনায় এবং ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে ও ব্যবস্থাপনায় দুয়ারে সরকার শিবিরের ক্যাম্পের আয়োজন হয়েছিল। উক্ত শিবিরে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন প্রকল্পে নিজেদের নাম নথীভুক্তকরণ করলেন।

তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে পৌরপিতা

গত পয়লা জানুয়ারি তৃনমূল কংগ্রেসের ২৭তম জন্মবার্ষিকী'তে আজ পৌরপিতা ৫০০ জন'কে শীতবস্ত্র (কম্বল) প্রদান কর্মসূচী পালন করলেন এবং কেক কেটে দলের জন্মদিন উদযাপন করলেন সমগ্র দলীয় সমর্থকদের নিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এলাকার প্রবীণ এবং নবীন প্রজন্মের একনিষ্ঠ দলীয় সমর্থকরা।

টকশো সাথে জাগো ২৪

মনের কথা, সাথে পৌরপিতা। ফিরে দেখা ২০২৩ সাথে আগামীর আহ্বান উন্নয়নের ২৪শে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী মনীষ মুখার্জীর সাথে সাধারণ মানুষের সরাসরি লাইভ টক শো অনুষ্ঠিত হল। যেখানে ওয়ার্ডের উন্নয়নের বিষয় নিয়ে সরাসরি আলোচনা এবং খোলামেলা ভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন পৌরপিতা নিজে।

দৃশ্যদূষণ রোধে এগিয়ে ২৪

সরকারী পোষ্টে বেসরকারী হোর্ডিং, ব্যানার ইত্যাদি খুলে ফেলার কর্মসূচী প্রতিনিয়ত ২৪ নং ওয়ার্ডে পালন করা হয়।এর ফলে সমগ্র ওয়ার্ডের কোনও ইলেকট্রিক পোষ্টে কোনও রকম হোর্ডিং, ব্যানার চোখে দেখা যায় না। প্লাস্টিক বর্জনের মতোই দৃশ্যদূষণও সমাজের ক্ষেত্রে এক সংক্রমন ব্যাধি। এর ফলে যে কোনও সময়ে অগ্নিকান্ডের মতো বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই প্লাস্টিক বর্জনের মতোই সমতালে সাফল্য অর্জন করেছে পৌরপিতার এই "দৃশ্যদূষণ রোধ" কর্মসূচীও।

সম্পাদক
শ্রী বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী
মুঠোফোন
৮৭৭৭৭০ ৯৮৪৫৮

কম্পোজ, গ্রাফিক্স এবং পেজ মেক-আপ
শ্রী সুদীপ্ত সেন
হোয়াটস অ্যাপ
৯৮৩১৭ ৬৫২৫১ / ৯৮৩০৩ ১১৬৯৬

(আমাদের জাগো ২৪ পত্রিকায় যেকোনো ধরনের চিঠি বা বার্তা, ছবি, শিশুদের আঁকা, লেখা, ছড়া বা কবিতা পাঠাতে পারেন উপরে দেওয়া হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে)

JagoTwentyfour@ | jagotwentyfour.official | www.youtube.com/@jago24media | Jago Twentyfour

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি দি - ৭, সেক্টর ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত